

নারীনীতি পর্যালোচনা কমিটি মানিনা মানবো না

আমি প্রতিবাদ করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি! লজ্জাজনক হলেও সত্য নারী উন্নয়ন নীতির ‘পর্যালোচনাকারী’ হলো আলেম ওলামা গোষ্ঠী! সেই গোষ্ঠী আবার নারীনীতি পর্যালোচনা করে রায় দিচ্ছে যে নারী-পুরুষ সমান অধিকার পেতে পারবে না। দেশে মোটামোটি একটি ধর্মতন্ত্র কায়েম হয়ে গিয়েছে! গত ১৭ এপ্রিল প্রথম আলোর প্রথম পাতায় একটি খবর দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। খবরে জানতে পারলাম যে নারীনীতির ১৫ টি দারা বিলোপ ও সংশোধন চায় কমিটি। আমার প্রশ্ন ১৫ টি দারা যদি বিলোপ ও সংশোধন করা হয় তাহলে আর এই নারীনীতি প্রণয়ন করে কি লাভ হলো? এটা কি প্রহসন নয়? নারীনীতি থেকে আসল দারা গুলো বিলোপ করলে ২০০৪ এর নারীনীতির সাথে ২০০৮ এর নারীনীতির কি পার্থক্য থাকলো? পুরা নারীনীতি কেই ওই কমিটি অর্থহীন করে ফেলেছে। বিলোপ ও সংশোধন করে যে নীতি প্রণয়ন করা হবে তাতে নারীর সমান অধিকার এর কোন কথা বলা থাকবে না! সুতরাং ঐ নীতি অনুসরণ করা মানে নারীর প্রতি বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পাওয়া।

নারী মানুষ জাতির একটি অংশ। সমাজের অর্ধাংশ। পুরুষতন্ত্র যুগ যুগ ধরে নারীর প্রতি অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন, বৈষম্য প্রদর্শন করে আসছে। এ কাজের পিছনে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ধর্ম কে। তার ই প্রতিফলন আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এদেশের পিছিয়ে পরা নারীদের উন্নয়নের জন্য নীতি প্রণয়ন করার পর তাই আবার বিলোপ- সংশোধন করে নারীদের উন্নয়নের পথ বন্ধ করে দেয়া হলো। সারা বিশ্ব যেখানে সামনের দিকে এগোচ্ছে সেখানে আমরা দিন দিন পেছনের দিকে এগোচ্ছি। মৌলবাদ আমাদেরকে গ্রাস করছে। দেশে এত সচেতন নারী সমাজ, সুশীল সমাজ, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তি থাকা সত্ত্বেও নারীনীতি পর্যালোচনা করার ভার দেয়া হলো বাইতুল মোকাররমের খতিব কে! আমার প্রশ্ন দেশে কি ঐ নীতি

পর্যালোচনা করার জন্য আর কেউ ছিল না? দেশে কি আদালত নেই?
আলেম ওলামা রা কি দেশের হর্তা কর্তা? তাদের পায়ের নিচে কেন নারীনীতি
গড়াগড়ি খাবে? বাংলাদেশ কোনো ইসলামিক দেশ নয়। এটি একটি গনতান্ত্রিক
রাষ্ট্র। কোরাণ-সুন্নাহ অনুযায়ী এদেশ চলে না। এদেশের জন্য পৃথক সংবিধান
রয়েছে। সেই সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার এর কথা বলা হয়েছে।
অথচ ওই আলেম ওলামারা ফতোয়া দিচ্ছে নারী-পুরুষের সমান অধিকার
কোরান-সুন্নাহ বিরোধী! কোরাণ-সুন্নাহ কি এদেশের সংবিধান? নারীনীতি
কোরান-সুন্নাহ বিরোধী কিনা সেটি কেন বিবেচ্য বিষয় হবে? দেশের সংবিধানে
নারীপুরুষ সমান অধিকার এর কথা বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী নীতি প্রণয়ন
করা হয়েছে। এখন এই নীতি কোন বিশেষ ধর্মগ্রন্থের পরিপন্থি কিনা তা কেন
খতিয়ে দেখা হবে? ধর্মগ্রন্থের বিধান অনুযায়ী তো এদেশ চলে না। ধর্ম-বর্ণ
নির্বিশেষে এদেশের নারীনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো
সেই নারীনীতি এখন একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর করুনার উপর নির্ভরশীল!
সরকার দাড়িআলা টুপিআলাদের দায়িত্ব দিয়েছে নারীনীতি পর্যালোচনা করার
জন্য। তাহলে এই সরকারের সাথে মৌলবাদি সরকারের পার্থক্য কি থাকলো?
এখন যদি বলি বাংলাদেশ একটা মৌলবাদি দেশ তাহলে কি খুব বাড়িয়ে বলা
হবে? ধর্মীয় গোষ্ঠীর কাছে যখন নারীনীতি পর্যালোচনার জন্য দেয়া হয় তখন
সেই নীতি একটি প্রহসনে পরিণত হয়। কারণ ঐ গোষ্ঠী নারীনীতি কে
এমনভাবে পাল্টিয়ে ফেলবে যে পরিবর্তিত নীতি নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও
প্রহসনমূলক ছাড়া আর কিছুই না।

আমার এখন খুব জানতে ইচ্ছা করছে এদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের
মতামত। খুব জানতে ইচ্ছা করছে তাদের মতামত যারা প্রতিনিয়ত সভা
সেমিনারে নারী অধিকার নিয়ে বড় বড় কথা বলেন, নারী দিবস পালন করেন,
র্যালি বের করেন! তারা এখন কি বলবেন? তারা তো সবসময় বলে এসেছেন
নারী-পুরুষ সমান অধিকার এর কথা। ১৭ এপ্রিলের প্রথম আলোর ঐ খবরটি
পরে তারা এখন নিশ্চুপ কেন? নারী অধিকার , নারী স্বাধীনতা, নারী উন্নয়ন,
নারীর কর্মসংস্থান এ সব ই তো নারী-পুরুষ সমতার জন্য। তা সে সমতাকেই

যখন অস্বীকার করা হয় তখন তারা কি বলবেন? সারাজীবন শুনে আসছি ‘নারী উন্নয়ন , নারী উন্নয়ন , নারী উন্নয়ন.....’ এখন সেই নারী উন্নয়ন এর ই বিরোধিতা করা হচ্ছে প্রকাশ্যে! তাহলে আর আমাদের নারী দিবস পালন করার কি যৌক্তিকতা? কি যৌক্তিকতা সভা সেমিনার, টক শো তে নারী অধিকারের বুলি আওড়ানো? আমরা তো নারীর সমান অধিকারেই বিশ্বাস করি না, তাহলে কেন এই ভন্ডামি? ‘নারী অধিকার , নারী স্বাধীনতা, নারীর মর্যাদা’ এই শব্দগুলো তো এখন প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের নারীনেত্রীরা, বুদ্ধিজীবীরা নারীর সমান অধিকারের কথা বলেন অথচ তারা যখন দেখেন ইসলাম এ নারীর সমান অধিকার নেই তখন তারা ইসলামের বিরোধিতা করেন না । বরং নিশ্চুপ থাকেন! এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা।

সরকারকে অবিলম্বে এই নারীনীতি পর্যালোচনা করার প্রহসনমূলক কমিটি বাতিল করতে হবে। নতুবা প্রমান হবে এই সরকার মৌলবাদি সরকার, এই সরকার দেশে ধর্মতন্ত্র কায়েম করতে চায়। এদেশের নারীসমাজের দীর্ঘদিনের দাবির ফসলকে আলেম ওলামাদের হাতে কোন ক্রমেই দেয়া যাবে না। আমরা আলেম ওলামাদের ক্রীড়ানক হতে চাই না। তীব্র প্রতিবাদ জানাই এই নারীনীতি পর্যালোচনা কমিটির বিরুদ্ধে!

ফাহমিদা মাহবুব,
মিরপুর,ঢাকা